সংবাদ

09 NOV 2008

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর ভ্যাট আরোপ বন্ধ করুন

গত অর্থবছর থেকে সরকার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের ওপর ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) বা মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আরোপ করেছে। এসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'মূল্য' বা তার 'সংযোজন' কীভাবে করা হচ্ছে তা সাধারণ 'ভোক্তাদের' কাছে দুর্বোধ্য হয়েই থাকবে। ভ্যাটের আওতায় কোচিং সেন্টারগুলোও আছে। এই কর আরোপ করা হচ্ছে 'সঙ্কুচিত মূল্যভিত্তিতে' হ্রাসকৃত হারে। এর অর্থ হলো, ১০০ টাকায় ৭০ টাকার ওপর ভ্যাট ছাড় পাওয়া যাবে। বাকি ৩০ টাকার ওপর ভ্যাট আরোপ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ভাদের আয়ের ওপর সাড়ে চার শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপ করা হচ্ছে।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর ভ্যাট আরোপ করার বাড়তি টিউশন ফির বোঝা প্রতিষ্ঠানগুলো অভিভাবকদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। দেশের অন্যান্য পণ্যের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভ্যাটের বোঝা 'ভোক্তাদের ওপর' চাপিয়ে দিচ্ছে। সরকারকে ভ্যাট দিয়ে শিক্ষার্থী তথা অভিভাবকরা কোন রাষ্ট্রীয় সুবিধা পান না। শিক্ষা এবং শিক্ষা কাজে ব্যবহৃত পণ্যের ওপর কোন ধরনের কর আরোপ মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে মনে করা হয়। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করেছে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য। তারপরও একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর মূসক আরোপ করা হলো। সেটাও একটি বিচিত্র ফরমুলার ওপর ভিত্তি করে। ভ্যাট আরোপের পর রাজধানী ও বড় বড় শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভ্যাটের অজুহাতে টিউশন ফি ১০ থেকে ২০ শতাংশ বাড়িয়েছে। ভ্যাট তো অভিভাবকদের কাছ থেকে আদায় করছেই। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, আগের টিউশন ফি ঠিক রেখে শুধু ভ্যাট আদায় করে তা রাজস্ব বোর্ডে পাঠানো উচিত। কিন্তু বেসরকারি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিউশন ফি যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি ভ্যাটও আদায় করছে। ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ বা এনবিআরের হিসাবে, গত অর্থবছরে ২৩১টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে প্রায় ৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা ভ্যাট হিসেবে আদায় করা হয়েছে। ৩৮৩টি কোচিং সেন্টার থেকে পাওয়া গেছে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা।

এছাড়া বেসরকারি মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ১৪ লাখ টাকা পাওয়া গেছে। সবমিলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে ৮ কোটি টাকার কিছু বেশি ভ্যাট আদায় করা হয়েছে। এর জন্য এনবিআরকে কত টাকা খরচ করতে হয়েছে তার হিসাব পাওয়া যায়নি।

এটা ঠিক, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, কোচিং সেন্টার, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। কিন্তু তার উন্নতমানের শিক্ষার ব্যবস্থাও করা থাকে। সরকার এ কাজটা করতে পারলে বেসরকারি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজন পড়তো না। এনবিআর এখন বলছে, ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে, এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়ের অর্থ শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতকরণে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে। এ কাজটা এনবিআরের কেন হবে এবং কাজটা করার যোগ্যতা রাজস্ব বোর্ডের না থাকারই কথা। এর সঙ্গে ভ্যাট আদায়ের সম্পর্কও স্পষ্ট নয়।

আদায় করা ভ্যাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে ব্যয় করা হলে একটা কথা ছিল। কিন্তু সে দায়িত্বটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নানাভাবেই পরোক্ষ কর দিয়ে আসছে। প্রতিটি শিক্ষা উপকরণও এনবিআরের করের আওতায়। এটা নীতিগতভাবে অন্যায়। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং শিক্ষা উপকরণগুলোকে ভ্যাটসহ সকল করের আওতামুক্ত রাখলে ভাল করবে। শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছেও এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। সরকারকে তার রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে সত্য, কিন্তু শিক্ষাখাত তার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়।